দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 SEP 2013

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার জরুরি

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার

ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে লিখব বলে অনেক দিন পরিকল্পনা করেছি। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ আমাদের মত যারা স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তারা অতিপ্রগতিশীল সাজতে গিয়ে কারণে অকারণে মাদরাসা শিক্ষাকে গালি দেই এবং মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার করার জন্য উঠেপড়ে লাগি। অন্যদিকে, লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেলেও আমাদের সেই দিকে একেবারেই নজর পড়ে না। আমাদের ভাবখানা এই রকম যে, পৃথিবীর অন্য যে কোনো ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় কম-বেশি ত্রুটি থাকুক না কেন, তা নিয়ে ভাববার দরকার নেই। কিন্তু যে করেই হোক মাদরাসা শিক্ষাকে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত করতে হবে। আর ওই কথিত মাদরাসা দরদী সাজতে গিয়ে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে এমনভাবে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করি যে, এখনই যদি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী না করা যায়, তবে রাত পোহাতেই সারা বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়ে যাবে।

কিন্তু এই আমরাই অন্য একটি মাধ্যমের পড়ালেখা তথা ভিনদেশি স্টাইলের ইংরেজি মাধ্যম নিয়ে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করি না। যদিও দিনে দিনে ওই সব ইউরোপ-আমেরিকার ধাঁচে গড়ে ওঠা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো নানা ধরনের অপকর্মের আস্তাখানায় ও মাদক ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে।

সম্প্রতি পুলিশ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও তার স্ত্রী স্বপ্না রহমান তাদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া কন্যার ষড়যন্ত্রে নির্মমভাবে নিজ ফ্লাটে খুন হয়ে ওই শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা আবারও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইতিপূর্বেও ওই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়াদের বহু কুকীর্তি সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। তবে সুশীলদের ঘুম আজও ভাঙেনি! ফলে ওই শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য, ব্যর্থতা, দেশ ও জাতির কল্যাণের উপকারিতা, অপকারিতা প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কোন উচ্চবাচ্য করছে না। তাছাড়া সরকার না চাইলে আমাদের মত মানুষদের উচ্চ-বাচ্য ওই সব প্রভাবশালীদের আস্তাখানা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো কতটুকু আমলে নেবে তাও ভাববার বিষয়।

যদিও আমি কথিত প্রগতিশীলদের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি না যে, মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। তবু এটা নিশ্চিত যে, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্পর্শে না এলে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অন্যদের সাথে টিকে থাকতে পারবে না। আর মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের মূল উপজীব্য ইসলাম ধর্মও এই সংস্কারকে সমর্থন করে। কারণ ইসলাম কোনো স্থবির ধর্ম নয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যই ইসলাম ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী বিধিবিধানের সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। কিন্তু ঢালাওভাবে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের নামে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা-এমন অভিযোগ উত্থাপনও যৌক্তিক নয়। সম্প্রতি আল্লাহর দলসহ কয়েকটি সংগঠনের কতিপয় সদস্যকে জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইতিপূর্বেও ওই ধরনের উগ্র সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোর সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে, যারা কোনো না কোনোভাবে মাদরাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এই অভিযুক্তরা মাদরাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কোটি ভাগের একভাগও নয়। আর এর মাধ্যমে কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, পুরো মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা।

অপরদিকে, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে নীতি নৈতিকতার বালাই নেই। ইয়াবা, মদ, আফিম, হিরোইন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন ও বিক্রয়ের সাথে জড়িতদের একটি বড় অংশই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থী। ডিজে পার্টির নামে অশ্লীল বেহায়াপনা তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও কথিত প্রগতিশীল কলাম লেখকদের কেউই ইংরেজি

মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে জোরালো আওয়াজ তোলেন না। যদিও দু'একজন কালেভদ্রে ওই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন; তবে ওই আওয়াজ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য যথেষ্ট নয়।

সরকারও এক্ষেত্রে নীরব। বিগত সময়ে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এমন কোনো সংবাদ আমার অন্তত নজরে পড়েনি। যদিও বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী প্রায় সময় এই সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করে থাকেন। বিশেষ করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কৃতিত্বের কথা প্রায়শই তিনি জানান দেন। কিন্তু নির্মম হলেও সত্য যে, 'কাজীর গরু খাতায় থাকা আর গোয়ালে থাকা'র মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তিনি নিঃসন্দেহে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কৃতিত্বের দাবিদার। তবে ওই শিক্ষানীতির কতটুকু বাস্তবায়ন করা বর্তমান সরকারের পক্ষে সময় সম্ভব হয়েছে? সেই শিক্ষানীতিতে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান ও সংস্কারের বিষয়ে সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে। ওই নীতির কতটুকু এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা গেছে? আমা জানা মতে, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত শিক্ষানীতি উল্লেখযোগ্য ছোঁয়া লাগেনি। কিন্তু ঠিকই সরকার কৌশলে সাধার শিক্ষা তথা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি প্রা উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এই সরকারের একটি বড় 'কৃতিত্ব' বলেও মনে করা হয়ে থাকে!

ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া নৈতিক শিক্ষার পরিপূর্ণতা আনয়ন অসম্ভব। এখ পর্যন্ত এর বিকল্প তৈরি হয়নি। যদিও পূর্বের তুলনায় নাস্তিকের সংখ বেড়ে যাওয়াতে এবং তাদের অনেকে প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস না ক সত্ত্বেও ব্যক্তি, পারিবারিক বা সমাজ জীবনে কিছু কিছু ইতিবাচ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এর দ্বারা এই বিষয়টি কোনোভাবেই প্রমাণি হয় না যে, ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দিয়ে নৈতিকতাসম্পন্ন একটি প্রজন্ম গ তোলা সম্ভব। আজ ঐশী যে কাজটি করেছে তার জন্য প্রধানত তা শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। সে যেখানে পড়ালেখা করেছে সেই ইংরে মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবলমাত্র ডিজে পার্টির নামে বেলেল্লাপনা অলিখিতভাবে অনুমোদন করে। কারণ এই মাধ্যমে পড়ুয়া প্রায় শতভা শিক্ষার্থীই ডিজে পার্টিতে অংশগ্রহণ করে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানে পক্ষ থেকে ডিজে পার্টিতে যাওয়ার জন্য কোনো শিক্ষার্থীর বিরু ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। ওই শিক্ষা ব্যবস্থাই একজন শিক্ষিত মেয়ে বয়ঃক্রম হতে একজন বখাটে অশিক্ষিত মাদকাসক্ত ইয়াবাখোর সুযোগ করে দেয়।

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঐশীর ঘটনার মধ্যদিয়ে সামগ্রিকভাবে ইংরে মাধ্যম শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠেছে-সে কথা আর বল অপেক্ষা রাখে না। তবে এর মাধ্যমে ঢালাওভাবে সব ইংরেজি মাধ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত করছি বা সব ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়াদে নৈতিক স্খলন ঘটেছে এমন অভিযোগ করছি-বিষয়টি এমন নয়। বি ভালোমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীও আছে; যারা এসব বিতর্ক ঊর্ধ্বে। তবে এই বিষয়টিও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়ারাই সবচেয়ে বেশি ইয়াবাসক্ত ও ইয়াবা ব্যবস সাথে জড়িত। উচ্চ বৃত্ত ঘরের সন্তানরা ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা পড়ে বলে পরিবারের মান-সম্মানের ভয়ে পিতা-মাতারা তাদে ছেলেমেয়েদের বখে যাওয়ার বিষয়টি সর্বদা আড়াল করে রাখে। ত প্রকৃত পরিসংখ্যান সবসময় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আসে না।

পরিশেষে বলব, সরকারের এখনই উচিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো প্রকৃত অবস্থা কী, ওই শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশ ও জাতি কতটুকু উপকৃ হচ্ছে, বর্তমান শিক্ষানীতির কতটুকু প্রতিফলন সেখানে পড়েছে এ ভবিষ্যতে এই মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের নৈতিকজ্ঞানে বলিয়ান করে গ তুলতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষে গ্রহণ করা। ঐশীর মত অন্য কোনো ইংরেজি মাধ্যম পড়ুয়া কন্য জীবন এবং তার পিতা-মাতার মতো অন্য কোনো পিতামাতা নৃশংসভাবে খুন না হতে হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে এক ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও লাগাম টেনে ধরা জরুরি।

❑ লেখক : শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যা
salah.sakender@gmail.co